রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১. জাতি কাকে বলে ? জাতি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উঃ ভূমিকা: জাতিভেদ প্রথা হল ভারতীয় সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই রূপটি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। জাতি বা Caste শব্দটির উৎপত্তি স্প্যানিশ শব্দ Casta থেকে; যার অর্থ হল জাতি, কুল প্রভৃতি। ভারতের জাতিব্যবস্থার বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য পর্তুগিজগণ প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট রিস্‌লে-এর বক্তব্য হল— জাতি হল কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি, যাদের একটি সাধারণ নাম আছে এবং যারা মনে করে তারা একই বংশোদ্ভূত ও কোনো অলীক পূর্বপুরুষ থেকেই সৃষ্ট, যারা একই বংশানুক্রমিক আচার-আচরণ অনুসরণ করে এবং এসবগুলির মাধ্যমে তারা একটি সমসত্ত্ব সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

এডওয়ার্ড ব্লান্ট-এর অভিমত হল জাতি হল একটি সমসত্ত্ব গোষ্ঠী, যাদের সাধারণ একটি নাম আছে, যার সদস্যপদ বংশানুক্রমিক, যা তার সদস্যদের সামজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে, যারা তাদের পূর্বপুরুষের পেশা গ্রহণ করে অথবা একই পূর্বপুরুষজাত বলে মনে করে, এইভাবে একটি সমসত্ত্ব গোষ্ঠী গঠন করে।

জাতিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়—

প্রথমত, ক্রমোচ্চ বিভাজন : জাতিভেদ প্রথায় উচ্চ-নীচ, শ্রেষ্ঠত্ব, হীনতা এই ভেদাভেদ দেখা যায়। এই ক্রমোচ্চ বিন্যাসের একেবারে ওপরে থাকেন ব্রাহ্মণগণ ও সর্বনিম্নস্তরে থাকেন শূদ্ররা। শূদ্ররা সাধারণভাবে হরিজন বা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, খন্ডিত বিভাজন : হিন্দু সমাজ হল জাতিশাসিত সমাজ। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত, যার এক একটিকে বলা হয় জাতি। জাতি হল জন্মসূত্রে নির্ধারিত, এটি অপরিবর্তনীয়।

তৃতীয়, খাদ্যভ্যাসে বিধি নিষেধ : জাতিভেদ প্রথায় খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধিনিষেধ দেখা যায় এবং এই বিধি নিষেধের ব্যাপারটি জাতি থেকে জাতিতে আলাদা হয়।

চতুর্থত, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ : জাতির সঙ্গে শুচিতা বা শুদ্ধতা সম্পর্ক বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা এবিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন। নিম্নজাতির মানুষ স্পর্শ উচ্চবর্ণের মানুষের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে।

পঞ্চমত, কোনো কোনো জাতের সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা : সনাতন জাতি ব্যবস্থ নিচুজাতির লোকজনকে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতার শিকার হতে হত। সাধারণত এদেরকে অপবিত্র বা অস্পৃশ্য বলা হত। এদেরকে মূলত শহর বা নগরের থেকে অনেক দূরে বসব করতে হত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মহারাষ্ট্রে পেশোয়া নীতির সময় মহাড় ও মাহাররা পুনা শে সকলে ৯টার আগে এবং বিকাল ৩টার পর প্রবেশ করতে পারত না।

ষষ্ঠত, বিশেষ জাতির সুযোগ সুবিধা: যখন কোনো জাতি নানারকম সামাজিক বিধিনিষে জর্জরিত তখন জাতিভেদ প্রথার সর্বোচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণেরা নানাবিধ সামাজিক সুযোগ-সুবি ভোগ করতেন। যেমন— তাঁরা অন্যকে প্রনাম, নমস্কার করত না, কিন্তু অন্যদের তাঁদেরকে নমস্ক প্রনাম জানানোটা একপ্রকার রীতি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল।

সপ্তমত, পেশাগত বিধিনিষেধ: জাতি ব্যবস্থাযুক্ত সমাজে পেশাগত ক্রমোচ্চ বিন্যাসও ল করা যায়। কিছু পেশাকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র হিসাবে এবং কিছু পেশাকে হীন পেশা হিসাবে মনে হত। পেশা বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক জাতিরই নির্দিস্ট পেশা ছিল। পেশা পরিবর্ত কোনো সুযোগ জাতি ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না।

অস্টমত, বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ : জাতি হল একটি আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী। অর্থাৎ স্বজা মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ যে একেবারেই না তা নয়।

নবমত, সমপাঙক্তেয়তা : সমপাঙক্তেয়তার অর্থ হল কোনো উচ্চজাতি শুধুমাত্র তার সমগ ব্যক্তিবর্গের সাথে ওঠা বসা করবে। এই কথাটি পঙক্তিভোজনকে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে, উচ্চজাতি কেবলমাত্র উচ্চজাতির সাথেই একত্রে বসে পঙক্তিভোজন করবে।

দশমত, জাতি পঞ্চায়েত : প্রত্যেক জাতির নির্দিস্ট আচার আচরণ ঠিকমতো পালিত কিনা বা তার বিচ্যুতি ঘটলে কী প্রকার শাস্তি প্রদত্ত হবে তা দেখাশোনার দায়িত্বে যে সংগ বর্তমান ছিল, তাকে বলা হয় জাতি পঞ্চায়েত।

একাদশ, নির্দিস্ট পদবি : প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিবর্গের নির্দিস্ট কিছু পদবি দেখা যায়।

দেখে আমরা কোন ব্যক্তি কোন্ জাতির তা অনুমান করতে পারি।

দ্বাদশ, আরোপিত মর্যাদার : জাতির ক্ষেত্রে যে মর্যাদা বর্তমান থাকে, তা সম্পূর্ণ আরোপিত। ব্যক্তি কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে তা পূর্ব নির্ধারিত। এই নির্ধারণের মানদণ্ডটি হল জন্মসূত্রে বা বংশগতভাবে।

উপসংহার : আধুনিককালের সমাজ অনেক পরিবর্তিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বভাবতই ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বর্তমান সমাজে জাতিভেদ ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

২. জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের কারণগুলি আলোচনা কর।

উঃ ভূমিকা: বর্তমানে আধুনিক সভ্য সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমান সমাজে ব্যক্তির স্থান নির্ধারিত হয় তার অর্জিত মর্যাদা দিয়ে। জাতি-ব্যবস্থার এজাতীয় পরিবর্তনের কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়। যথা—

১. সাম্যনীতি: ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় আইনের চোখে সবাই সমান। এই নীতির ফলে জাতিগত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের বিষয়টি অপসৃত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৫ ও ১৬ নং ধারায় অস্পৃশ্যতাকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

২. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা : আধুনিক শিক্ষা হল যুক্তিনির্ভর নিরপেক্ষ, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ ও উপযোগিতামূলক। এজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অনগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে গণচেতনা ও জনজাগরণের উন্মেষ ঘটিয়েছে; যার ফলশ্রুতি জাতিভেদ বিরোধী মানসিকতা গড়ে তোলে।

৩. শিল্পায়ন : স্বাধীনোত্তর ভারতে যন্ত্রনির্ভর শিল্পের প্রসার সামাজিক অগ্রগতির একটি অন্যতম ফলক। জীবন ও জীবিকার তাগিদে ব্যক্তিরা জাতি অনুযায়ী কর্মগ্রহণের বিষয়টিকে বিসর্জন দিয়ে নানারকম পেশায় নিযুক্ত হয়।

৪. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার উদ্ভব : ব্যক্তিবর্গের স্বাতন্ত্র্যতাবোধ তাদের জাতি ব্যবস্থা নির্ধারিত অযৌক্তিক, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে নিরুৎসাহিত করে। এই বোধ রোমান্টিক বিবাহ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে জাতিকে একটি আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠীর পরিচয় থেকে মুক্ত করে।

৫. নগরায়ণ : শিল্পের পাশাপাশি নগর, সভ্যতার প্রকাশ দেখা যায়। এখানে যোগ্যতার বিচারে বিভিন্ন পেশায় ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হয়ে থাকে। জাতপাতের বিধিনিষেধ এখানে উপেক্ষিত।

৬. **বিভিন্ন আদর্শ** : বিভিন্ন মহাপুরুষের বাণী ও চিন্তাধারা সমাজের সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করে থাকে। এক্ষেত্রে বলা যায় জাতিভেদ প্রথা প্রসঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণের অভিমত — এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় — ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা— সব শুদ্ধ হয়।

৭. **পশ্চিমীকরণ** : ভারতে ব্রিটিশ আসার পর থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্কৃতির উপাদানকে আমরা আয়ত্ত করেছি। পশ্চিমী দেশগুলিতে জাতিভেদ প্রথা নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলির ব্যক্তির জীবনযাত্রা শিক্ষাব্যবস্থা, রীতিনীতি প্রভৃতি আমাদের সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত হওয়ার পাশাপাশি জাতিভেদের বিষয়টিকে হীনবল করে তুলেছে।

৮. **সংস্কৃতায়ন** : জাতিভেদ প্রথা হল একটি অনমনীয় ব্যবস্থা। তবুও সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে সামাজিক স্থান পরিবর্তনের বিষয়টি জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার দিকটিকে ক্রমশ লঘু করে তুলেছে।

৯. **স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা** : ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একত্রিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক সরকার যাবতীয় ভেদাভেদকে সরিয়ে রেখে সকলের জন্য আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে; যা জাতিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল।

১০. **বিভিন্ন আইন** : জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাসে যে সকল আইনগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল সেগুলি হল—

ক. The Caste Disabilities Removal Act (1850)— এটি জাতিবৈষম্যের কারণে সামাজিক অক্ষমতাকে দূর করা।

খ. The Special Marriage Act (1872)— এর দ্বারা অসবর্ণ বিবাহের অনুমতি প্রদত্ত হয়।

এছাড়াও আধুনিক পরিবহন ও সংযোগ ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন, বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, ধর্মান্তরের ভয় এবং শ্রেণিব্যবস্থার উৎপত্তি ঐতিহ্যবাহী জাতিব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণ।

৩. ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে সংস্কৃতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উঃ অধ্যাপক M.N Srinivas (এম.এন. শ্রীনিবাস) তাঁর 'Social Change in Modern India' গ্রন্থে ভারতে সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে 'সংস্কৃতকরণ (Sanskritisation) ধারণা

সূত্রপাত করেছেন। 'সংস্কৃতকরণ' বলতে তিনি জাতব্যবস্থার মধ্যে উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত উঁচু জাতের আচার অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও জীবনধারা প্রভৃতি অনুসরণ করে নীচু জাতের উচু জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াসকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে—

'Sanskritisation is the process by which a low Hindu caste, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life.... The claim is usually made over a period of time, in fact a generation or two before the arrival is conceded.'

অর্থাৎ সংস্কৃতকরণ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নীচু জাতি, অথবা উপজাতি অথবা কোনো গোষ্ঠী উঁচুজাতি বা দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনধারা ইত্যাদি অনুকরণের মাধ্যমে উঁচু জাতে উন্নীত হওয়ার প্রয়াস চালায়। সাধারণভাবে এ ধরনের পরিবর্তন বা উচ্চাকাঙ্খী জাতির এই ধরনের দাবী দীর্ঘসময় ধরে অর্থাৎ একটি বা দুটি প্রজন্ম ধরে বজায় থাকে, যতদিন না পর্যন্ত তাদের এই দাবী স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়া হিন্দুসমাজ 'উর্দ্ধগামী সচলতা'র সাথে সম্পৃক্ত।

সংস্কৃতকরণ শুধু ব্রাহ্মণমুখী ছিল না। সমগ্র হিন্দু সমাজের জাতি ব্যবস্থার মধ্যে এটি লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে শ্রীনিবাস বলেছেন — যে বর্ণব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের সামাজিক অবস্থান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অথচ জাতি ব্যবস্থায় একটি জাতির অবস্থান পরিবর্তনশীল।

ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে সংস্কৃতকরণের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

প্রথমত : সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের অভিমত অনুযায়ী সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে কয়েকটি জাতির অবস্থানগত পরিবর্তন পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াটি হল সংস্কৃতি বা জীবনধারা সম্পর্কিত, কাঠামো সম্পর্কিত নয়।

দ্বিতীয়ত : সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে সামাজিক স্তরবিন্যাসে উন্নয়নমূলক সচলতার কথা বল হয়। এই সচলতা জাতি-গোষ্ঠীর সচলতা, কোন ব্যক্তি বা পরিবারের সচলতা নয়।

তৃতীয়ত: জাতি ব্যবস্থায় ক্ষমতার তিনটি অক্ষরের কথা বলা হয়। এগুলি হল — আচার, অনুষ্ঠান, অর্থনীতি এবং রাজনীতি। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মতে, এই বিষয়গুলির মধ্যে অসামঞ্জস্যত্ত লক্ষ্য করা যায়। অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট

বজায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ব্যবস্থা কিন্তু দায়দায়িত্ব এবং অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যজমানদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ছাড়া নানা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিপদে আপদে কামিনরা প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করত। ফলে সমাজে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণির মধ্যে একটি সামাজিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রামীন অর্থনীতির নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত হয়েছিল।

এডমন্ড লীচ যজমানি ব্যবস্থাকে একটি সুসংগঠিত শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলনের আগে সেই যুগের সমাজব্যবস্থায় পরস্পর নির্ভরশীল জাতি ভুক্ত পরিবারগুলির কাছে যজমানি ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণ গুরুত্বলাভ করলেও নিম্ন মর্যাদার পেশাদার পরিবারগুলির স্বার্থ একইভাবে রক্ষিত হত না। তবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা বংশ পরম্পরায় জীবিকা নির্বাহের সংস্থান খুজে পেত।

যজমানি সম্পর্ককে আবার পৃষ্টপোষক গ্রাহক সম্পর্কও বলা হয়। গ্রামীন সমাজে বিভিন্ন জাতিভুক্ত পরিবারগুলির আন্তঃসম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক এবং সেবাপ্রদানকারী-এর মধ্যে উচু নীচু সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পৃষ্ঠপোষক পরিবারগুলিকে সাধারণত 'শুদ্ধ জাতিভুক্ত' এবং সেবাপ্রদানকারী স্তরবিন্যাসের উচু পর্যায়ে যজমানদের এবং নীচু পর্যায়ে কামিনদের অবস্থান ছিল।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বৈচিত্র্য এবং সামাজিক গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে যজমানি ব্যবস্থাকে কখনোই অপরিবর্তনীয় হিসাবে মনে করা যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষে যজমানি ব্যবস্থার কাঠামো এবং প্রকৃতি একরকম নয়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

৭. উপজাতি কাকে বলে ? বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উঃ বৈচিত্র্যসম্পন্ন দেশ হিসেবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতি-উপজাতির মানুষ বসবাস করে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮% হল আদিবাসী বা উপজাতি। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক স্বতন্ত্র জীবনধারা পরিলক্ষিত হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, উপজাতি হল জাতির ক্ষুদ্রতম একক।

... ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'Tribe' শব্দটি 'Tribus' হতে উদ্ভূত। এর অর্থ

৩.৭ কৃষিভিত্তিক শ্রেণিকাঠামো (Agricultural Class Structure)

ভারতের গ্রামাঞ্চলের কৃষিভিত্তিক শ্রেণিকাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক দেশাই (A. R. Desai) তাঁর *Rural Sociology in India* শীর্ষক গ্রন্থে। স্বাধীন ভারতে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণি-কাঠামো পর্যালোচনা করলে মূলত চারটি শ্রেণির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই চারটি শ্রেণির মধ্যে

অধ্যায় - ২

উপজাতি
[Tribe]

অধ্যায়সূচী // উপজাতির ধারণা ও সংজ্ঞা ❑ উপজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ❑ উপজাতিদের মধ্যে সংস্কৃতায়ন ❑ সমকালীন ভারতে উপজাতি ❑ উপজাতিদের সমস্যাসমূহ ❑ স্বাধীন ভারতে উপজাতি উন্নয়ন ❑ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও উপজাতি-উন্নয়ন ❑ তফসিলি অঞ্চলের শাসন ❑ উপজাতি অঞ্চলের শাসন ||

উপজাতির ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definition of Tribe)

২.১ **উপজাতির ধারণা :** উনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদী চিন্তাবিদ্‌রাই প্রথম উপজাতীয় সমাজসমূহের উপজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্যালোচনায় প্রয়াসী হন।

উপজাতির ধারণা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের ধারণাগত সূত্রসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত। বস্তুত উপজাতি-সমাজ কোন অনাপেক্ষিক বা নিরঙ্কুশ ভাগ নয়। তবে আধুনিক সমাজের বিপরীত দিকে একটি আদর্শ উপজাতি-সমাজের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এই দুয়ের অন্তবর্তী অবস্থায় অনেক জনসম্প্রদায় বর্তমান। অন্তবর্তী জনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রকৃতিগত বিচারে কোনটি অধিকতর উপজাতীয়, আবার কোনটি বা কম উপজাতীয়। তবে আদর্শগত বিচারে একটি উপজাতীয় জনসম্প্রদায় হল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। উপজাতি-জনসম্প্রদায় নিজেই একটি সম্পূর্ণ সমাজ। উপজাতি-সমাজের সীমানার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি হল অর্থনৈতিক, রাজনীতিক, আইনমূলক প্রভৃতি।

প্রচলিত আধুনিক ধারণা অনুযায়ী বলা হয় যে, উপজাতি হল ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট একটি সামাজিক গোষ্ঠী। এই সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য বর্তমান। এই সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি বর্তমান থাকে। এই সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সুসংহত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক, রাজনীতিক ও আইনগত জাগতিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে উপজাতি-সমাজে নৈতিকতা ও ধর্মীয় ধারণা বর্তমান দেখা যায়। তদনুসারে তাদের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়। উপজাতি-সমাজসমূহ অতিমাত্রায় নৃকুল কেন্দ্রিক। অথচ সাংস্কৃতিক সমজাতীয়তার ভিত্তিতে উপজাতি-সমাজের পরিচয় পর্যালোচনা করা হয় না। কারণ কোন একটি সংস্কৃতির সীমানা নির্ধারণ সহজসাধ্য নয়। একটি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি উপজাতি থাকতে পারে, আবার উপজাতিসমূহের একটি গোষ্ঠী থাকতে পারে। বস্তুত উপজাতি হল মূলত একটি প্রকরণগত বা প্রায়োগিক প্রত্যয়। এই প্রত্যয় আঞ্চলিকভাবে নির্ধারিত রাজনীতিক ঐক্যের উপর ভিত্তিশীল। তবে উপজাতিদের রাজনীতিক জীবনের মান নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কোন কোন উপজাতি-সমাজে নৈরাজ্যের অস্তিত্বের কথা সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন। তবে বাস্তবে অনেক উপজাতি-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারী ব্যবস্থা বিদ্যমান দেখা যায়।

উপজাতি কাকে বলে? আঁদ্রে বেতে (Andre Beteille) তাঁর 'The Definition of Tribe' শীর্ষক রচনায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে 'উপজাতি' শব্দটি বহু ও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেছেন: "The term tribe was taken over by the anthropologist from ordinary usage, and like all such terms it had a variety of meanings." তিনি আরও বলেছেন: "In general, it was applied to people who were considered primitive, lived in backward areas, and did know the use of writing." সমাজতত্ত্ববিদ মারডক (George Peter Murdock)-এর অভিমত অনুসারে সমাজতত্ত্বে উপজাতি বলতে বোঝায় এক সামাজিক গোষ্ঠীকে। এই সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বংশ বা গোষ্ঠী (Clans), যাযাবর দল (nomadic groups) বা নানা উপগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বর্তমান থাকতে পারে। উপজাতিরা সাধারণত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে। উপজাতিদের ভ.যা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। এ সব ছাড়াও বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন থাকে। অর্থাৎ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উপজাতি গোষ্ঠীর এক দৃঢ় ঐক্য ও সংহতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

উপজাতির বিভিন্ন সংজ্ঞা—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে ইংরেজি 'Tribe' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। এই ল্যাটিন শব্দটি হল 'Tribus'। ল্যাটিন ভাষায় এই Tribus শব্দটির অর্থ হল বসবাসের জায়গা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে আঞ্চলিক অবস্থান বা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান হল উপজাতিদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকালের রোমানরা সমাজ…

'tribus' শব্দটি ব্যবহার করত। পরবর্তীকালের ব্যবহার থেকে দেখা যায় যে, দলিল দস্তা... জন্যই সাহিত্যে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এশিয়া এবং আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতাবাদের বিস্তারে... ইংরেজী ভাষায় উক্ত শব্দটি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় অর্থ প্রাপ্ত হয়েছে।

বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ উপজাতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। উপজাতির একটি সাধারণ ও সর্ব... প্রদান এক কথায় দুরূহ ব্যাপার। নৃবিজ্ঞানী ড. রিভার্স বলেছেন: 'উপজাতি হল একটি সরল... গোষ্ঠী যার সদস্যরা একই ভাষায় কথা বলে, যাদের একটি সরকার আছে এবং যারা যুদ্ধের... উদ্দেশ্যে একসঙ্গে কাজ করে।''

বস্তুত বিভিন্ন চিন্তাবিদ উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যাই হোক যারা উপ... পরিচিত সেই সমস্ত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের একটি সাধারণ নাম থাকে। তারা... বসবাস করে। একই পূর্বপুরুষের বংশধর হিসাবে তারা নিজেদের মনে করে বা দাবি করে... ভাষায় কথা বলে। তারা একই রকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এবং তারা অভিন্ন সাম... পদ্ধতি ও রীতিনীতি অনুসরণ করে।

ড. ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছেন: 'উপজাতি হল বেশকিছু পরিবার বা পারিবারিক গোষ্ঠী... যাদের একটি সাধারণ নাম আছে, যার সদস্যরা অভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী, একই ভাষায় কথা বলে... ও পেশা বা বৃত্তির ব্যাপারে কিছু বাধা-নিষেধ পালন করে এবং দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে... পারস্পরিকতার এক সুচিন্তিত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে'।

শ্যামাচরণ দুবে (S.C. Dube) বলেছেন: 'উপজাতি হল জাতি সম্পর্কিত একটি ভাগ, যার... ব্যাখ্যা প্রকৃত বা অনুমিত, সম্মিলিত পরিচয় হল যার বৈশিষ্ট্য এবং যাদের সাংস্কৃতিক বা জীবন... বৈশিষ্ট্যসমূহের সাধারণ অংশীদারত্বের পরিধি ব্যাপক'। দুবের অভিমত অনুযায়ী ভারতীয় প্রেক্ষিতে উপজাতি...র ধারণা ব্যাখ্যার বিষয়টির ক্ষেত্রে যথাযথতার অভাব আছে। এ ক্ষেত্রে যাবতীয় উদ্যোগই সূক্ষ্ম অর্থে... নয়। তবে সাম্প্রতিককালে আদিম অধিবাসী, আদিবাসী, এবং অপরিণত গোষ্ঠী-র সীমাবদ্ধ অর্থে উপজাতি কথাটি ব্যবহার করা হয়। উপজাতিরা মূল এবং প্রাচীনতম অধিবাসী। তারা বসবাস করে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী ও জঙ্গল অঞ্চলে। ইতিহাস সম্পর্কে তাদের ধারণা ভাসাভাসা। পাঁচ-ছ' পুরুষ পর্যন্ত তারা স্মরণ করতে পারে। তাদের প্রযুক্তি এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের মান নিতান্তই নিচু। সমাজের বৃহত্তর অংশের সাংস্কৃতিক সত্তা থেকে তাদের সত্তা স্বতন্ত্র। সমতাবাদী না হলেও, তারা উত্তরাধিকারমূলক নয় এবং অপৃথকীকৃত।

অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদ্ ঘুরে (G. S. Ghurye) উপজাতিদের পশ্চাদ্‌পদ হিন্দু হিসাবে অভিহিত করেছেন। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহ এবং প্রতিবেশী হিন্দু কৃষিজীবীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের আংশিকভাবে সমাপতিত হওয়ার বিষয়টির উপর জোর দেওয়ার জন্যই ঘুরে এ রকম বলেছেন।

সমাজবিজ্ঞানীদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী উপজাতি হল দেশীয় মানুষজনের একটি গোষ্ঠী। তাদের ইতিহাস ভাসা ভাসা। তাদের একটি সাধারণ নাম, ভাষা ও বসবাসের অঞ্চল আছে। উপজাতি হল একটি আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের প্রথা, রীতিনীতি, আচারানুষ্ঠান ও বিশ্বাস স্বতন্ত্র। উপজাতিদের সামাজিক ও রাজনীতিক সংগঠন সহজ-সরল। তাদের মধ্যে সম্পদ ও প্রযুক্তির সাধারণ মালিকানা বর্তমান। উপরিউক্ত বক্তব্য উপজাতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনে বাস্তবে বিশেষ সহায়ক নয়। কারণ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহের জীবনধারায় বহু ও বিভিন্ন বৈচিত্র্য বর্তমান দেখা যায়। তা ছাড়া উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেকগুলিই বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও বর্তমান দেখা যায়।

'উপজাতি'-র অর্থ ব্যাখ্যার ব্যাপারে অন্যান্য ধারণামূলক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ধারায় উপজাতিকে একটি পর্যায় হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্য অনেকের অভিমত অনুযায়ী উপজাতিদের মধ্যে উৎপাদন ও ভোগ হল গৃহস্থালিভিত্তিক। কৃষকদের মত তারা বৃহত্তর সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

গিলিন ও গিলিন (Gillin & Gillin) বলেছেন: 'উপজাতি হল স্থানীয় জনসম্প্রদায়সমূহের একটি গোষ্ঠী, যা অভিন্ন একটি অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং অভিন্ন জীবনধারা অনুসরণ করে' ["A tribe is a group of local communities, which lives in a common area, speaks a common dialect and follows a common culture."]।

নৃতত্ত্ববিদ্ আঁদ্রে বেতে বলেছেন: "We have des... tribe as a society with a political, linguistic and a somewhat vaguely de... undary; further, as a society

based upon kinship, where social stratification is absent." এ হল উপজাতি সম্পর্কিত তাঁরে বেতের সংশোধিত সংজ্ঞা। তদনুসারে উপজাতি হল একটি সমাজ, যার রাজনৈতিক, ভাষাগত এবং কতকাংশে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত একটি সাংস্কৃতিক সীমানা আছে, তা ছাড়া এই সমাজ আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস অনুপস্থিত।

বর্তমান ভারতে প্রচলিত অর্থে উপজাতি বলতে তফসিলি উপজাতিদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। অর্থাৎ উপজাতি বলতে তফসিলি উপজাতিদেরই বোঝায়। উপজাতি-জনগোষ্ঠীসমূহ অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন ও আবদ্ধ জনগোষ্ঠী। উৎপাদন ও ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে তারা সমজাতীয়। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তারা অনগ্রসর এবং অ-উপজাতিদের দ্বারা তারা শোষিত। ভারতে ৪২৭টি জনগোষ্ঠী তফসিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃত। ১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুসারে তাদের মোট সংখ্যা হল ৫১,৬২৮,৬৩৮। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ তফসিলি উপজাতি।

২.২ উপজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Tribe)

আগেকার দিনের নৃবিজ্ঞানীরা উপজাতিদের বিশেষ এক ধরনের সমাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের অভিমত অনুযায়ী উপজাতিরা উন্নয়নের নিম্নস্তরে অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আদিম সমাজ এবং আধুনিক উন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদনের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ইন্দ্রানী বসুরায় তাঁর *Anthropology the Study of Man* শীর্ষক গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন। তদনুসারে উপজাতি হল: (ক) সমাজাতীয় বংশানুক্রমী গোষ্ঠী (Homogeneous ethnic group); (খ) অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক স্বরূপত্বের ধারণা (sense of identity based on common language and culture); (গ) প্রযুক্তির আদিম অবস্থা (primitive level of technology); (ঘ) লিখন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি (no system of writing); (ঙ) বিশেষীকৃত শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতি (lacks the specialized division of labour); (চ) নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত (associated with a definite territory) এবং (ছ) সুনির্দিষ্ট রাজনীতিক সীমানা (a well defined political boundary)। উপজাতীয় নয় এমন আধুনিক সভ্য জনসম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতিদের পশ্চাদ্‌পদতার কথা বলা হয় প্রধানত সংস্কৃতি বা জীবনধারা এবং উপজাতি জীবনের সমস্যাদির ভিত্তিতে।

ভারতীয় পটভূমিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতিসমূহের কমিশনার ১৯৫২ সালে তাঁর প্রতিবেদনে উপজাতিদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করেন। (ক) উপজাতিরা সভ্য দুনিয়ার বাইরে পা... জঙ্গলের অগম্য অঞ্চলে বসবাস করে। (খ) নেগ্রিটো, অস্ট্রোলয়িড ও মঙ্গোলয়িড —এই তিনটি নৃকুলের যে কোন একটির তারা অন্তর্ভুক্ত। (গ) অভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় তারা কথা বলে। (ঘ) তারা সর্বপ্রাণবাদী ধর্মে বিশ্বাসী। উপজাতিদের সর্বপ্রাণবাদে ভূত-প্রেত ও আত্মার পূজাই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ... খাদ্য সংগ্রহ, শিকার, জঙ্গলের ফলমূল আহরণ প্রভৃতি প্রাচীন পেশাই তারা অনুসরণ করে। (চ) ... মাংসভোজী। (ছ) খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে তাদের ভাললাগা আছে।

[illegible] kinship, where social stratification is absent [illegible] উপজাতি [illegible] একটি [illegible] সাংস্কৃতিক [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] এই [illegible] অনুপস্থিত।

[illegible] উপজাতি [illegible] তফসিলি উপজাতিদের [illegible] একটি [illegible] তফসিলি উপজাতি [illegible] ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে [illegible] মোট জনসংখ্যার [illegible] তফসিলি উপজাতি।

১.৪ উপজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Tribe)

[illegible] নৃবিজ্ঞানীরা উপজাতিদের বিশেষ এক ধরনের সমাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। [illegible] অভিমত অনুযায়ী উপজাতিরা [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে আদিম সমাজ এবং আধুনিক উন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদনের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ইয়ামী নসুবায় তাঁর *Anthropology the Study of Man* শীর্ষক গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন। তদনুসারে উপজাতি হল: (ক) সমজাতীয় বংশানুক্রমী গোষ্ঠী (Homogeneous ethnic group); (খ) অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক স্বকীয়তার ধারণা (sense of identity based on common language and culture); (গ) প্রযুক্তির আদিম অবস্থা (primitive level of technology); (ঘ) লিখন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি (no system of writing); (ঙ) বিশেষীকৃত শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতি (lacks the specialized division of labour); (চ) নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত (associated with a definite territory) এবং (ছ) সুনির্দিষ্ট রাজনীতিক সীমানা (a well defined political boundary)। উপজাতীয় নয় এমন আধুনিক সভ্য জনসম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতিদের পশ্চাদ্‌পদতার কথা বলা হয় প্রধানত সংস্কৃতি বা জীবনধারা এবং উপজাতি জীবনের সমস্যাদির ভিত্তিতে।

ভারতীয় পটভূমিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতিসমূহের কমিশনার ১৯৫২ সালে তাঁর প্রতিবেদনে উপজাতিদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করেন। (ক) উপজাতিরা সভ্য দুনিয়ার বাইরে পাহাড়-জঙ্গলের অগম্য অঞ্চলে বসবাস করে। (খ) নেগ্রিটো, অস্ট্রোলয়েড ও মঙ্গোলয়েড —এই তিনটি নৃকুলের যে কোন একটির তারা অন্তর্ভুক্ত। (গ) অভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় তারা কথা বলে। (ঘ) তারা সর্বপ্রাণবাদী আদিম ধর্মে বিশ্বাসী। উপজাতিদের সর্বপ্রাণবাদে ভূত-প্রেত ও আত্মার পূজাই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (ঙ) খাদ্য সংগ্রহ, শিকার, জঙ্গলের ফলমূল আহরণ প্রভৃতি প্রাচীন পেশাই তারা অনুসরণ করে। (চ) তারা মাংসভোজী। (ছ) খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে তাদের ভাললাগা আছে।

বিভিন্ন ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ উপজাতিদের উপরিউল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। (১) এ. আর. দেশাই এর অভিমত অনুযায়ী উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত পঁচিশ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে মাত্র পাঁচ মিলিয়নের ভিতরে উপরিউল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান দেখা যায়। (২) ডি. এন. মজুমদারের মতানুসারে ভারতের পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের কথা বাদ দিলে, ভারতের অন্যত্র সকল জায়গায় উপজাতীয়দের বংশ বা কুলগত বিষয়াদি আড়াআড়িভাবে কাটাকাটি হয়েছে। সুতরাং উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দুরূহ ব্যাপার। (৩) গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থনীতিতে অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী কৃষিকর্ম শুরু করেছে। অনেকে পশুচারণ ও যাযাবর বৃত্তির অনুগামী। পশুশিকার ও খাদ্য সংগ্রহের অনুগামী আদিবাসীর সংখ্যা বর্তমানে নিতান্তই কম। আদিবাসী সমাজ অল্পবিত্তের সমজাতীয়; স্তরবিন্যাস ও আনুগত্যবোধ প্রায় দেখা যায় না। রাজনীতিক বিচারে উপজাতীয় সমাজ অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল এবং সমতাবাদী।

উপজাতির ধারণা ও সংজ্ঞা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতির বহু ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) অভিন্ন পূর্বপুরুষ : উপজাতীয় মানুষজন বিশ্বাস করেন যে, তারা সকলে একই পূর্বপুরুষের বংশধর। সাধারণ পূর্বপুরুষের এই বোধ উপজাতিদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বন্ধনের সৃষ্টি করে। এই ভাবে

আত্মীয়তার সম্পর্কের বন্ধন উপজাতির সদস্যদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে। উপজাতির প্রকৃত বা পৌরাণিক বা অতিকথামূলক হতে পারে।

(২) সাধারণ নাম : প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব পৃথক নাম থাকে। পৃথক নামের মাধ্যমে উপজাতি নিজেদের পরিচিতি পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে কিছু ভারতীয় উপজাতির করা দরকার। এই নামগুলি হল: সাঁওতাল, মুণ্ডা, গোণ্ড, গারো, খাসি, টোডা, নাগা, মিশু প্রভৃতি

(৩) অভিন্ন অঞ্চল : উপজাতি হল একটি অঞ্চলভিত্তিক জনসম্প্রদায়। প্রত্যেক উপজাতির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা থাকে। সেই এলাকায় সংশ্লিষ্ট উপজাতি বসবাস করে। বসবাসের অভিন্নতা ব্যতিরেকে উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ উল্লেখ করা যায় যে, তামিলনাড়ুর নীলগিরি পাহাড়ে 'টোডা' উপজাতির মানুষজন বসবাস করে, 'ভিল' উপজাতিদের বসবাস, নাগাল্যান্ডে বসবাস করে নাগা, সেমা নাগা, রেঙ্গমা নাগা ও অন্যান্য গারো' ও 'খাসি' উপজাতিরা আসামের অধিবাসী প্রভৃতি।

(৪) সাধারণ ধর্ম : উপজাতি-জীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। উপজাতীয় সামাজিক ও সংগঠনসমূহ ধর্মভিত্তিক। ধর্মীয় স্বীকৃতি ও অনুমোদনের কারণে উপজাতি-সমাজে সামাজিক ও বিধি-ব্যবস্থাসমূহ অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উপজাতি-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধর্মের কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা। উপজাতির সদস্যরা সাধারণত অভিন্ন পূর্বপুরুষের পূজা করে। তাছাড়া উপজাতিদের মধ্যে প্রকৃতি পূজাও পরিলক্ষিত হয়। পূর্বপুরুষের পূজা এবং প্রকৃতি পূজা ছাড়াও, উপজাতিদের ভূতাশ্রিত বস্তুর পূজা (fetishism), সর্বপ্রাণবাদ (animism) ও প্রাণী বা বস্তুকে সম্প্রদায়ের প্রতীক পূজা (totemism) পরিলক্ষিত হয়। উপজাতিদের মধ্যে যাদুবিদ্যারও ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, নাগা, মিজো প্রভৃতি উপজাতিদের একটি অংশ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ভুটিয়া, লেপচা ও চাকমা উপজাতির মানুষজন ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুগামী হয়েছে।

(৫) পরিবারের সমষ্টি : নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে, বেশকিছু পরিবারের সমন্বয়ে উপজাতি গড়ে উঠে। সাধারণত রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক পরিবারসমূহ সমন্বিত হয়। এই পরিবারের সমষ্টি মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতির হতে পারে। আবার এই সমস্ত উপজাতির আকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

(৬) সাধারণ ভাষা : বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব ভাষা আছে। ভাষাগত অভিন্নতার কারণে প্রতিটি উপজাতির সদস্যদের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সংহতি হয়। উপজাতিগুলির ভাষা সমাজের অন্যান্য উন্নত জনগোষ্ঠীসমূহের ভাষার থেকে স্বতন্ত্র; আবার উপজাতির ভাষার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। তবে প্রত্যেক উপজাতির ভাষার পৃথক বর্ণমালা নেই। উপজাতিদের শিক্ষার বিষয়টি সমস্যামণ্ডিত হয়ে পড়ে।

(৭) সাধারণ রাজনীতিক সংগঠন : প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব স্বতন্ত্র রাজনীতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিক সংগঠন বর্তমান। উপজাতির সকল সদস্যের উপর মুখিয়া বা প্রধানের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। উপজাতি প্রধানের পদটি সাধারণত বংশানুক্রমিক। উপজাতি-সমাজব্যবস্থায় প্রধানের পদটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপজাতি-সমাজে আধুনিক অর্থে সরকার অনুপস্থিত। কিন্তু উপজাতিদের নিজস্ব ধরনের উপজাতীয় সরকার আছে। উপজাতি-পরিষদ (tribal council) ও উপজাতি-আদালত (tribal court) আছে। সাঁওতাল উপজাতির উদাহরণ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালদের গ্রাম পরিষদ আছে। এই পরিষদের সদস্যরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন।

(৮) সাধারণ সংস্কৃতি : প্রত্যেক উপজাতির একটা নিজস্বতা পরিলক্ষিত হয়। এই নিজস্বতা প্রকাশ পায় তার স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মধ্যে। প্রত্যেক উপজাতিরই একটি নিজস্ব পৃথক জীবনধারা আছে। প্রত্যেক উপজাতির প্রথা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি পৃথক। প্রত্যেক উপজাতির আচার-আচরণ, ভাব-ভাবনা, আচার-বিচার আলাদা।

(৯) সাধারণত আন্তর্বৈবাহিক : প্রতিটি উপজাতি বহুলাংশে আন্তর্বৈবাহিক। উপজাতির মধ্যে অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ (endogamy) প্রচলিত। কিন্তু প্রতিটি উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন উপ-গোষ্ঠী থাকে। এই সমস্ত গোষ্ঠী (clan) বহির্গোষ্ঠী বিবাহমূলক (exogamous)। প্রত্যেক উপজাতির সদস্যরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। তবে উপজাতি অনির্বার্যভাবে আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী নয়। কিন্তু আগেকার উপজাতিদের মধ্যে অন্তর্বিবাহই ছিল নিয়ম। সাম্প্রতিককালে সভ্যসমাজের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি সমাজে অসবর্ণ বিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে গোষ্ঠী আছে। এই গোষ্ঠীগুলিকে অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থা অনুসরণ করতে দেখা যায়।

(১০) ঐক্যবোধ : উপজাতিদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ জাগ্রত থাকে। ঐক্যবোধের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানটি উপজাতির একটি অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণভাবেই উপজাতিরা সুসংহত জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করে। তারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে। নিজেদের উপজাতির বিরুদ্ধে বা উপজাতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারের

(১১) সাধারণ আর্থনীতিক ব্যবস্থা : উপজাতিরা মূলত কৃষিজীবী। উপজাতিদের ৯১ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ৩ শতাংশ উপজাতি উৎপাদন শিল্পে এবং ১ শতাংশ বনজসম্পদ ও খাদ্য আহরণে নিযুক্ত। উপজাতিদের ৫৭ শতাংশ মানুষ আর্থনীতিকভাবে সক্রিয়। কিন্তু তাদের রুজি-রোজগার ভীষণ কম। স্বভাবতই উপজাতিরা সাধারণভাবে দরিদ্র।

(১২) সরল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ : আদিবাসীরা সহজ-সরল, সৎ এবং সাধারণত অতিথিবৎসল। তাদের আধুনিক শিক্ষার অভাব আছে। আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের অভাবও আছে। সাবেকি ধারায় পশুশিকার; মৎসশিকার; ফলমূল; মধু প্রভৃতি বনজসম্পদ সংগ্রহ এবং কৃষিকর্ম তাদের মূল জীবিকা। আধুনিক সুসভ্য জনসম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। সাবেকি ধারায় একসময় উপজাতিরা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতিদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতা এখন আর নেই। সাম্প্রতিককালে সরকারের উপর এবং আধুনিক সভ্য জনসম্প্রদায়সমূহের উপর উপজাতিদের নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১৩) উপজাতীয় সংগঠনে গোষ্ঠী : উপজাতীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বংশ, কুল বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠী (clan)-র মধ্যে থাকে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আত্মীয়স্বজন এবং অভিন্ন পূর্বপুরুষের সন্তান-সন্ততিরা। একই বংশ-কুলের সদস্যরা নিজেদের একই পূর্বপুরুষের উত্তরসূরী হিসেবে বিবেচনা করে। উপজাতিদের এই গোষ্ঠীগুলি মাতৃবংশানুক্রমী বা পিতৃবংশানুক্রমী। উপজাতি-সমাজে এরকম বহু গোষ্ঠী থাকে। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীসমূহের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা থাকে।

(১৪) নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বোধ : উপজাতিদের মধ্যে সব সময়েই নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বোধ পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয়, রাজনীতিক, কুলগত প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার উপজাতিদের মধ্যে বর্তমান। তা ছাড়া সভ্য দুনিয়ার জনসম্প্রদায়সমূহের ব্যাপারে উপজাতিদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ দেখা যায়। তারফলে উপজাতিদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা দানা বেঁধেছে। স্বভাবতই তারা নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভাব করে। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই উপজাতিরা তাদের রাজনীতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এবং এই কারণেই উপজাতিরা হল একটি সুসংহত জনগোষ্ঠী। আবার উপজাতি-জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সমরূপতা পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই আদিবাসীদের অতি কম বৈচিত্র্য এবং অতি অধিক ঐক্য ও সংহতি দেখা যায়। নিজেদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য আদিবাসীরা নিজেদের রাজনীতিক সাংগঠনিক ব্যবস্থায় সকল প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করে একজন প্রধানের হাতে ন্যস্ত করে। সমগ্র উপজাতির নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য উপজাতির প্রধান তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উপজাতি-প্রধানকে সাহায্য করার জন্য উপজাতি-পরিষদ গঠিত হয়।

(১৫) সমষ্টির শয়নালয় : সমষ্টির শয়নালয় বা ডরমিটরি (Dormitory) উপজাতিদের একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান। ডরমিটরি হল সমষ্টির সাধারণ শয়নালয়। উপজাতি যুবক যুবতীরা রাত্রির বেশকিছুটা সময় এই ডরমিটরিতে কাটায়। বিবাহিত না হওয়া অবধি তারা ডরমিটারির সদস্য থাকে এবং তাদের কাজকর্মের গোপনীয়তা বজায় রাখে। নিজেদের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে ডরমিটরির সদস্যদের দায়িত্ব আছে। বিবাহিত হওয়ার পর, আর ডরমিটরির সদস্য থাকা যায় না। ডরমিটরির নিয়ম-কানুন বা বিধি-ব্যবস্থা ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলতে সকল সদস্য বাধ্য। ডরমিটরির সদস্য হিসেবে যুবক-যুবতীরা উপজাতীয় জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করে। এই ডরমিটরিগুলি হল উপজাতিদের বিবিধ উপকথা, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা প্রভৃতির এক মূল্যবান সংগ্রহশালা।

অধ্যায় - ৪ | গ্রাম [Village]

[illegible] গ্রাম ও গ্রামীণ জনসম্প্রদায় ❑ গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ ❑ ভারতের গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ❑ ভারতের গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের পরিবর্তন ❑ গ্রামীণ অর্থনীতি ❑ [illegible]

৪.১ গ্রাম ও গ্রামীণ জনসম্প্রদায় (Village and Village Community)

গ্রাম : প্রাচীনতম স্থায়ী মানবসমষ্টি হল গ্রাম। কিন্তু গ্রামের কোন সংক্ষিপ্ত ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার অবতারণা করা সহজ নয়। অর্থাৎ গ্রাম কাকে বলে তা এক কথায় বলে বোঝানো যায় না। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, গ্রাম হল ছোট একটি অঞ্চলে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের এক বসতি, যাদের মূল পেশা হল চাষ-আবাদ এবং কৃষিই হল যাদের জীবনধারা। যাই হোক এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে গ্রামই হল সব থেকে প্রাচীন ও স্থায়ী মানবসমষ্টি। এ প্রসঙ্গে বোগারডাস (Emory S. Bogardus) তাঁর *The Development of Social Thought* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Human society has been cradled in the rural group." এ বিষয়ে ক্রোপতকিন (Kropotkin)-এর অভিমতও উল্লেখ করা আবশ্যক। *Mutual Aid* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেছেন: "We do not know one single human race or one single nation which has not had its periods of